Aslaf Academy

লেকচার ২৪ : স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা ও বন্ধুতায় নবীজি (সঃ)।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

ইন্সট্রাক্টর: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেকচার ২৪ : স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা ও বন্ধুতায় নবীজি (সঃ)।

স্ত্রীর বন্ধুতা ও তা রক্ষায় নবীজি

বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট রাখা, অনুপস্থিতিতেও বন্ধুতাকে ভুলে না যাওয়া, বন্ধুর পরিচিতজনকেও সমাদর করা—এসব প্রতিশ্রুত সম্পর্ক বা বন্ধুতার প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতাবোধ। মানবিক গুণাবলির এমন কোনো ভালো গুণ নেই, যার চূড়ান্ত প্রকাশ নবীজির জীবনে ছিলো না। নবীজির জীবনে এমন বন্ধু ছিলেন তার স্ত্রী খাদিজা রা.।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, 'নবীজির স্ত্রীদের মধ্যে খাদিজার মতো অন্য কাউকে আমার এত ঈর্ষা হয়নি, অথচ তিনি ছিলেন একজন গত হওয়া মানুষ। আমার বিয়েও হয়েছিলো তাঁর ইন্তেকালের পর। তিনি প্রায়ই তাঁর কথা বলতেন। তাঁর সাথে যাঁদের সম্পর্ক ছিলো, তাঁদেরও তিনি সম্মান করতেন।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো বকরি জবাই করলে সেই বকরির উল্লেখযোগ্য অংশ পাঠাতেন খাদিজা রা.-এর বান্ধবীদের বাড়িতে। (নবীজি কোনোদিনই খাদিজা রা.-কে ভুলতে পারেননি। খাদিজা রা. ছিলেন নবীজির খুব কাছের বন্ধু। নবীজি যাঁর কাছে নিজের বিহ্বল জীবনের সব বলতে পারতেন। নবুওতের প্রাথমিক কঠিন সময়ে খাদিজা-ই ছিলেন নবীজির একমাত্র সহযোগী ও ভরসার জায়গা)

আয়েশা রা. বলেন, 'নবীজির খাদিজার প্রতি এত অনুরাগ দেখে আমি বলেছিলাম, সে ছাড়া যেন আপনার আর কোনো স্ত্রী নেই। নবীজি বলেছিলেন, সে এমনই। তাঁর গর্ভে আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।' (সহিহ বুখারি, হা. ৩৮১৮)

একবার খাদিজা রা.-এর বোন 'হালা' নবীজির ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইলেন। নবীজির মনে হলো, যেন এ খাদিজা। তিনি চমকে উঠলেন। পরক্ষণে বললেন, হায় আল্লাহ, এ তো হালা। আয়েশা রা. বলেন, 'এ অবস্থা দেখে আমার খুব ঈর্ষা হলো। নবীজিকে বললাম, কুরাইশের এই বৃদ্ধ নারী, যাঁর গাল দুটো টুকটুকে লাল, তাঁর কথা আর কত ভাববেন? অথচ তিনি বহু আগেই মারা গেছেন। তাঁর থেকে উত্তম স্ত্রী আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন।' (সহিহ মুসলিম, হা. ২৪৩৭)

এক বৃদ্ধা নবীজির কাছে এলে রাসূল তাঁকে খুব সমীহ করলেন। বৃদ্ধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, মহিলাটি খাদিজা বেঁচে থাকা অবস্থায় আমাদের ঘরে আসতেন। শুধু এই কারণে নবীজি বৃদ্ধাকে এমন সম্মান দিলেন যে, বৃদ্ধা সম্পর্কে লোকেদের কৌতূহল হলো। এই ছিল পরম বন্ধুপ্রতিম স্ত্রীর প্রতি নবীজির ভালোবাসা। (মুসতাদরাকে হাকেম, হা. ৪১)

খাদিজা রা.'র মৃত্যুর বছরকে নবীজি তাই নাম দিলেন 'আম্মুল হুযুন—শোকের বছর'। (ফিকহুস সিরাহ, পৃ. ৯৯)

স্ত্রীর আরামে নবীজি

নবীজির পুরোটা জীবনই সৌন্দর্যের বিচিত্রতায় ভরা ছিলো। যখন আমরা পিতা হিসেবে ভুলে যাই আমাদের পিতৃদায়িত্ব, যখন আমরা বন্ধু হিসেবে ভুলে যাই আমাদের বন্ধুত্বের কর্তব্য, যখন আমরা মানুষ হিসেবে ভুলে যাই মানুষ হিসেবে আমাদের দায় ও কর্তব্য, স্বামী হিসেবে ভুলে যাই আমাদের উপর স্ত্রীদের হকের কথা, তখন রাসূলের মোহনীয় জীবন আমাদের শেখায় বন্ধুতা, পিতৃত্ব, স্বামীত্ব ও মনুষ্যত্ব।

নবীজির কর্মব্যস্ত জীবনের সাথে সাথে সংসার জীবনে তাকালে সেসব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ঘরের সাধারণ মুহূর্তটিকেও তিনি কীভাবে বাঙ্ময় করে তুলেছিলেন, একটি ঘটনায় তা বুঝে আসে।

সাহাবিদের এই বিরল ঘটনার কথা বলেছেন আয়েশা রা.। তিনি বলেন, 'আমি কি আমার আর নবীজির একটা ঘটনা তোমাদেরকে বলবো? সকলে বললেন, অবশ্যই বলুন; আমরা শুনতে চাই। আয়েশা রা. বলা শুরু করলেন...

এক রাতে নবীজি আমার সাথে ছিলেন। শোবার সময় হলো। তিনি তাঁর চাদর ও জুতো খুলে পায়ের কাছে রেখে নিজের লুঙ্গির একটি অংশ বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। রাত গভীর হলে তিনি ভাবলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। কিন্তু আমি তখনও সজাগ ছিলাম। নবীজি বুঝতে না-পেরে সাবধানে উঠে বসলেন। তাঁকে খুব সতর্ক মনে হলো। আস্তে করে বিছানা থেকে নামলেন, যেন আমি টের না পাই। তারপর খুব সতর্কতায় তিনি জুতো আর চাদর নিলেন। দরজা খুললেন এবং বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে খুব আস্তে দরজা লাগালেন।

আমি ওড়না পরলাম। পরনের চেনা বেশ-ভূষা বদলে ফেললাম। নিজেকে আড়াল করে আমি তাঁর পিছু নিলাম। দেখলাম, তিনি জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে পৌঁছেছেন। লম্বা সময় সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনবার হাত তুললেন। তারপর তিনি ঘুরে দাঁড়ালে আমিও ঘুরে দাঁড়ালাম। তিনি বাড়ির দিকে দ্রুত ফিরে আসছিলেন, আমিও দ্রুত চলে ঘরে ফিরলাম।

তিনি ঘরে এসে বললেন, 'আয়েশা, কী হয়েছে তোমার? এমন হাঁপাচ্ছো কেন?' আমি নিজেকে লুকোতে চাইলাম। বললাম, কিছুই হয়নি। নবীজি বললেন, 'ঠিক করে বলো; তুমি না-বললেও খুব শিগগির সবকিছু আমাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।' আর কথা লুকোনোর উপায় ছিলো না। তা সঙ্গতও হতো না। আমি বললাম, 'আমার মা-বাবা আপনার নামে কোরবান হোক।' তারপর সবকিছুই তাঁর কাছে বললাম।

নবীজি বললেন, 'তুমিই কি সেই কালো ছায়া, যা আমি আমার সামনে দেখেছি?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' শুনে নবীজি আমার বুকে মৃদু আঘাত করলেন। আমি কিছুটা ব্যথাও পেলাম। তিনি মর্মাহত স্বরে বললেন, 'তোমার এমন মনে হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার উপর অন্যায় করবেন?' আমি বললাম, 'মানুষ যা গোপন করে, আল্লাহ তো তা জানেন।' তিনি বললেন, 'নিঃসন্দেহে।'

তারপর তিনি বললেন, 'আসলে জিবরীল আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমাকে একাকী ডাকলেন। আমি সাড়া দিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলাম। তোমার কাপড় এলোমেলো ছিল বলে তিনি ঘরের ভেতরে আসেননি; তাই গোপনে যেতে হয়েছে তাঁর কাছে। আমি ভেবেছিলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো। তোমাকে জাগাতে ইচ্ছে হলো না। মনে হলো, বিরক্ত হতে পারো। জিবরীল আমিন বললেন, আপনার রব আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন জান্নাতুল বাকির অধিবাসীদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে।'

(সহিহ মুসলিম, হা. ২১২৮)

কী আশ্চর্য ভদ্রতা ছিলো এই মানুষটির। স্ত্রীর আরাম, বিরক্তির কত খেয়াল রাখতেন তিনি। আমরা তো এভাবে ভাবিও না; কিন্তু তিনি করে দেখিয়েছেন।

সাধারণ নারীর প্রতি নবীজি

জাহেলি যুগে নারীরা ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট। কোন পুরুষই চাইতো না তার কন্যা সন্তান জন্ম নিক। কন্যাদেরকে জীবন্ত পুঁতে ফেলার ঘটনাও তখনকার সমাজে স্বাভাবিক ছিল। এমন সমাজে নবীজি নারীদের সম্মান দিয়েছেন। তাদের মর্যাদার কথা শুনিয়েছেন। নারীদের প্রতি নিজের মমত্ব প্রকাশ করেছেন।

নারীর প্রতি এই মমত্বকে যারা লোলুপতা বলে, তারা জানে না আসলে নবীজি তখন এই মমত্ব না দেখালে আজকের পৃথিবীতে মাতৃজাতি দেখাই যেত না। নারীর যতটুকু সম্মান তিনি নিশ্চিত করেছেন, তা পৃথিবীর কোন ব্যক্তি বা দর্শনই দিতে পারেনি। রাসূল নারীকে ভালোবাসতেন তার সব রূপেই। নারী মানে এখানে নারী-ই। তার সকল রূপ মিলেই তার সত্তা। রাসূল ভালোবাসতেন নারীর এই কল্যাণকর সত্তাকে। তিনি ভালোবাসতেন তাঁর মাকে, তাঁর দুধমা হালিমাকে, তাঁর খালা ও ফুফুদেরকে, তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদেরকে। এতই ভালোবাসতেন তিনি নারীদের যে, বলেছেন- 'তোমাদের কন্যাশিশু তোমাদের প্রতি রহমত।'

বলেছেন- ‘তোমাদের মায়ের পায়ের নিচে তোমাদের বেহেশত।’ এর সবকিছুই ছিলো জাহেলী সমাজে নারীর পীড়িত জীবনের জন্য নবীজির বিপ্লবী সংস্কার। (মুসনাদুল কুযায়ী ১/১০২; কাছাকাছি শব্দে সুনানে ইবনে মাজাহ)

বদর যুদ্ধের মতো সহায় সম্বলহীন যুদ্ধেও তিনি নারীর প্রতি মমত্ব দেখিয়েছেন। যোদ্ধা সংকট থাকলেও নবীজি উসমান রা.কে নির্দেশ দিলেন, তাঁকে যুদ্ধে যেতে হবে না। তিনি নিজ স্ত্রী রুকাইয়ার সেবা করবে, এটাই তাঁর কাজ। জিহাদে না-গিয়েও তিনি পাবেন, জিহাদের ভাগ। জিহাদের সামনে সাহাবীর জন্য স্ত্রী-সেবাকেই তিনি এগিয়ে রাখলেন এবং সেটাকেই তাঁর কর্তব্য নির্ধারণ করলেন।

(সুনানে আবু দাউদ, হা. ২৭২৬)

এই ছিল স্রোতের বিপরীতে গিয়ে নারীর প্রতি তার মমত্ববোধ। এর কোনটাই লোলুপতা ছিল না। ছিল মাতৃজাতির প্রতি তার হৃদয়ের অভিনিবেশ। নবিজির উপর ন্যূনতম অপবাদ থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

শিক্ষণীয় বিষয়

নবীজির বিদায় হজের ভাষণে আমরা দেখেছি, তিনি কতটা গুরুত্বের সাথে নারীর অধিকার নিয়ে বলেছেন। আজ যারা ইসলাম নারীদের বঞ্চিত করেছে বলে গালি দেয়, ইসলাম পূর্ব নারীদের অবস্থা কেমন ছিল, তারা তা জানে না। ইসলাম না আসলে যে মাতৃজাতির বিলুপ্তি ঘটতো এতদিনে, তা কি আমরা জানি?

আবার অনেকে অপবাদ দেন, নবীজি কেবল মাত্র তার স্ত্রীদেরই ভালোবাসতেন। তাদের প্রতি তার লোলুপতা ছিল বলেই তাদের ভালোবাসতেন। নাউযুবিল্লাহ। তাদের জন্য আজকের দরসের শেষ অংশে শিক্ষা রয়েছে। জ্ঞানীরা শিক্ষা গ্রহণ করুক। আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তাওফিক দান করুন।